ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ছেড়ে খোলা মাঠে পাঠদান

রাজাপুর (ঝালকাঠি)
প্রতিনিধি
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
১২:০০ এএম | আপডেট: ২৭
ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ১১:২৪
পিএম

advertisement

ঝালকাঠির রাজাপুরের শুক্তগড় মাহমুদিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ছেড়ে খোলা মাঠের মধ্যে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। এই মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ২৭৫ শিক্ষার্থী রয়েছে। বাধ্য হয়ে তারা এখন খোলা মাঠের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করছে। ভবনের এ অবস্থা দেখে এক বছর আগে মৌখিকভাবে ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৯৯৭ সালে ৭ লাখ ৪৯ হাজার ৪১০ টাকা ব্যয়ে তিন কক্ষবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়। তিন কক্ষের একটিতে অফিস রুম। বাকি দুটির মাঝে পার্টিশন দিয়ে চারটি ক্লাস করানো হয়। কাজের মান খারাপ হওয়ায়

advertisement

কয়েক বছর আগে থেকেই ভবনের ছাদ থেকে পানি পড়তে শুরু করে। অফিস কক্ষের বিম ভেঙে পড়ায় সুপারি গাছের খুঁটি দিয়ে ঢেকে বাঁধানো হয়েছে। ভবনের প্রতিটা পিলার ফেটে বের হয়েছে লোহার রড। ভবনের পলেস্তার খসে খসে পড়ছে। কক্ষের সিলিংসহ বিম ফেটে রড বের হয়ে গেছে। পলেস্তার পড়ে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা আহতও হয়েছে। যে কোনো সময় ভবন ধসে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় শিক্ষার্থীরা আর বসতে চায় না। তাই দিন দিন শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কমে যাচ্ছে।

advertisement 4

শিক্ষার্থী তহমিনা, ফারিয়া, ফয়সাল, সাদিয়, আল-মাহমুদ জানায়, ক্লাসরুমে সিলিং থেকে পলেস্তার খসে পড়ে আমাদের কয়েকজন সহপাঠী আহত হয়েছে। ক্লাস রুমে ঢুকতে খুব ভয় হয়।

অভিভাবক আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, মো. রুবেল হাওলাদার, মো. ছাইদুল সিকদারসহ কয়েকজন জানান, বর্তমানে মাদ্রাসার শ্রেণিকক্ষের যে অবস্থা তাতে ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসায় পাঠাতে দিন দিন আগ্রহ হারিয়ে ফেলছি। কারণ বাচ্চাদের মাদ্রাসায় পাঠিয়ে সারাদিন আতঙ্কে থাকতে হয়।

মাদ্রাসা সুপার মাওলানা মাহবুবুর রহমান বলেন, ভবনের এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে খোলা মাঠে ক্লাস করাতে হচ্ছে। কিন্তু রোদে বসে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে চায় না। শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। সামনে বর্ষাকাল তখন শিক্ষার্থীদের কোথায় বসাব জানি না। তাই মাদ্রাসার এই সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মোস্তফা আলম বলেন, ইতোমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ এমপির সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এমপি নতুন ভবন দেবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। অপেক্ষা করছি, কাজ না হলে আবারও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।